একটি সোনার মেডেল ও ঢাকাবাসীর শত ঘন্টার কারফিউবাস?

খুব তোড়জোড় করে ঢাকায় এবার ত্রয়োদশ সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দু'বার পরিপূর্ণ আয়োজন করে বাতিল হবার পর এবার সেইসব আয়োজনে আরো ঘষামাজা করে দক্ষিণ এশিয়ার "সোনার পাথর বাটি" এই আঞ্চলিক জোটটির শীর্ষ সম্মেলন হতে যাচ্ছে এই নভেম্বরে। ঢাকার পথে ঘাটে-সরকারের সকল স্তরে এখন তারই আয়োজন। একই সাথে এই অঞ্চলের সকল মানুষের কাছেই এটি এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, নানা ঘটনাচক্রে ভরপুর এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সার্ক নামক সংগঠনটি শুধু বাংলাদেশের মানুষের জন্য নয়, এই অঞ্চলের সাতটি দেশের প্রায় দেড়শো কোটি মানুষের জন্য কি সুসংবাদ দেবে? এই সম্মেলনের পর কি আমরা ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও পাকিস্তানকে ভালো বন্ধু হিসেবে পাবো? আমাদের এই অঞ্চলের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি কি পাবে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতার ছোয়া? আমরা কি ভাববো যে, এটি হবে আরো একটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন যার নাম হতে পারে, দক্ষিণ এশীয় ইউনিয়ন? আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ শত কোটি টাকা খরচ করে এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর এই সম্মেলন থেকে জিয়াউর রহমানের নামাঙ্কিত একটি সোনার মেডেল ছাড়া প্রায় শত ঘণ্টা কারফিউতে বাস করার বিনিময়ে আর কি পাবে?

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী একদিকে বলেছেন যে, আগামী সার্ক সম্মেলন এই অঞ্চলের জন্য "বিরাট গুরুত্বপূর্ণ।" অন্যদিকে জিয়াউর রহমানের পদকপ্রাপ্তি ও তারেক রহমান কর্তৃক সেই পদক গ্রহণ উপলক্ষ্যে শেখ হাসিনার করা মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। আমি বারবার খুব মনযোগ সহকারে সার্কের খবরগুলো পড়ে কোথাও এই সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু অবদান রেখেছে বা কোন প্রকারের বিরাট অবদানের সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে বলে জানতে পারিনি। এমন কিছু আমি খোজেও পাইনি। মুর্শেদ খান কোথায় সার্কের বিপুল সাফল্য পেলেন সেটি আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। এমএসএন, ইয়াহু বা গুগল-এর মতো মগজ সার্চ ইঞ্জিন বানিয়ে তা দিয়ে এই সাত দেশের দেড়শো কোটি মানুষের মগজে সার্চ করে সার্কের সাফল্যের কোন বিন্দু আদৌ খোজে পাওয়া যাবে বলে আমি অন্তত মনে করিনা। তবে এবার আমাদের ক্ষমতাসীনদের জন্য বিরাট কিছুতো ঘটবেই। এবার সার্কের প্রতিষ্ঠাতার নামে মরহুম জিয়াউর রহমানকে সোনার মেডেল দেয়া হবে। স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলবাদের জন্মদাতা, মুক্তিযোদ্ধাদের সবচেয়ে বড় ঘাতক, কর্ণেল তাহেরের খুনী জিয়ার এই পদকপ্রাপ্তি অন্য যাদের জন্য যাই

হোকনা কেন মরণোত্তর পুরষ্কার হিসেবে বিএনপি এবং জিয়া পরিবারের জন্যতো অবশ্যই একটি বিশাল প্রাপ্তি। এই পদক প্রাপ্তি নিয়ে শেখ হাসিনার মন্তব্য খুব সঙ্গত কারণেই মুর্শেদ খানদের খারাপ লাগার কথা। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রী যে ব্যথাই পাননা কেন এবারের সার্ক সম্মেলন উপলক্ষ্যে আসল ব্যথাটি পাবে ঢাকার মানুষ। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এই উপলক্ষ্যে ঢাকায় যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হবে তার অবস্থা হবে প্রায় কারফিউর মতো। এর মানে দাড়াবে যে, সার্কের বাতাস ঢাকার যেসব অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হবে সেইসব অঞ্চল দিয়ে ঢাকাবাসীর পদচারণা হতে পারবেনা। শুনছি এই শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে এমনভাবে পরিচালনা করা হবে যার ফলে সাধারণ মানুষের দম বেরিয়ে পড়বে। এমনিতেই ঢাকায় যখন মন্ত্রীরা চলাচল করেন তখন সাধারণ মানুষকে তীব্র যানজটের মাঝে আরো সুতীব্র যন্ত্রণা বহন করতে হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এবার যখন সার্কের নেতারা ঢাকায় থাকবেন তখন ঢাকাবাসীর জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ হবে রাস্তায় বের না হওয়া। সরকারী অফিস আদালত বন্ধ না রাখলেও এরই মাঝে ঢাকার অনেক স্কুল বন্ধ ঘোষণা দিয়ে ফেলেছে। অনেকেই এই সময়ে তাদের কাজকর্ম বন্ধ রেখেছে। এমনকি বিরোধীদল তাদের আন্দোলনের কর্মসূচী পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান ঈদের ছুটির সাথে সার্ক ছুটিকে যুক্ত করে দিচ্ছে। সার্কের আয়োজনও কম নয়। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় বালু দিয়ে দুর্বাঘাসের চাষ আর কাটাতারের বেড়ার মাঝে অতি কষ্টে বাচিয়ে রাখা সবুজকে দেখলেই বোঝা যায় কতো তীব্র আমাদের ক্ষমতাসীনদের এই সার্কফোবিয়া।

আমাদের বর্তমান সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন ঢাকায় জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন হবার আয়োজন করে গিয়েছিলো সাবেক সরকার। বেগম জিয়ার চারদলীয় জোট সরকার হাতে ক্ষমতা পেয়েই ঘোষণা করলেন যে, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন করার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। অকারণে অর্থ খরচ করার বিষয়ে জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের দারুণ আপত্তি ছিলো তখন। এই সরকারের মতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এখন আর আগের মতো মর্যাদা দাবী করতে পারেনা। কারণ এই আন্দোলনটি এখন মৃতপ্রায়। যদি তর্কের খাতিরে আমরা এই সরকারের যুক্তি মেনেও নেই, তবুও একটি বিষয় সকলের কাছেই আবারো প্রশ্ন তুলবে যে, সার্ক সংগঠনটিকে তারা কি কারণে জীবিত মনে করেন?

সারা বিশ্বে আঞ্চলিক সহযোগিতার দুটি অনন্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আসিয়ান। এছাড়াও ইসলামি দেশগুলোর সংস্থা, ডি-৮, ন্যাটো ইত্যাদি বেশ কিছু সংস্থা নানা ধরনের বিশ্ব সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু আমি মনে করি, ইউরেপপীয় ইউনিয়ন হচ্ছে একুশ শতকের আঞ্চলিক

সহযোগিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সারা দুনিয়ায় যখন রাষ্ট্রগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হচ্ছে তখন তারা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছে। ইউরোপের বিবদমান, পরস্পরবিরোধী, অতীতে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত দেশগুলো একই মুদ্রা ব্যবস্থা, একই সংসদ, একটি সংবিধান এবং একটি মানচিত্রের মাঝে যে চমৎকারভাবে বসবাস করছে তাদের মাঝে যেভাবে সর্বপ্রকারের সহযোগিতা এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছে তা কেবল তারাই উপলব্ধি করতে পারেন যারা খুব ভালোভাবে ইইউকে পর্যবেক্ষণ করেন। আমরা যারা এই অঞ্চলে সফর করতে যাই তারা যখন সীমান্তে পর সীমান্ত পার হই এবং একটি দেশের ভিসা নিয়ে যখন দুই ডজন দেশ ঘুরে আসতে পারি এবং যখন পথিমাঝে একবারও পাসপোর্ট বের করতে হয়না, যখন একই মুদ্রা নিয়ে দুই ডজন দেশের সকল কাজই করা যায় তখন বোঝা যায় আঞ্চলিক সংগঠন কাকে বলে।

সেই তুলনায় সার্ক আমাদের জন্য মাঝে মধ্যে কারফিউর মতো সম্মেলন, কিছু টিভি প্রোগ্রাম (যার বেশীর ভাগই সরকারী দলের প্রচারণা), সার্ক গেম ইত্যাদির বাইরে প্রতিদিনের ঝগড়া-বিবাদ, কাটাতারের বেড়া, গুলি বিনিময়, পরষ্পর সন্দেহ-অবিশ্বাস এইসবইতো উপহার দিচ্ছে। যদিও শুধুমাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠানে মাত্র ১৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে তথাপি ঢাকা শহরের সৌন্দর্য বর্ধিতকরণ সহ সার্কের এই আয়োজনের যে ভোগান্তির বদলে বাংলাদেশের প্রাপ্তি হবে জিয়াউর রহমানের পরিবারের জন্য একটি সোনার মেডেল। আঞ্চলিক সহযোগিতার নাম যদি এমন একটি মেডেল হয় তবে সেটি না পেলে জাতির কি খুব একটা ক্ষতি হয়ে যেতো? সার্কের নামে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের পরস্পরবিরোধী চরম বৈরী সম্পর্ক, দেশগুলোর মাঝে অস্বাভাবিক অসহযোগিতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সকল বিষয়ে দরোজা বন্ধ করার নীতি এবং সাতটি বৃন্তে সাত দিকে ছুটে চলার ফলে এই অঞ্চলে সার্ক কোন ধরনের ভূমিকাই পালন করতে পারেনি। বরং এটি একদিকে একটি মাথাভারী, কর্মহীন ও অপ্রয়োজনীয় সংগঠনে পরিণত হয়েছে। শুনেছি সার্কের নামে এই দেশগুলোর মাঝে মানুষের চলাচলে সুবিধার জন্য ভিসা ব্যবস্থায় নাকি সরলতা আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু এইসব সুবিধা কি কখনোই সাধারণ মানুষের কাছে পৌছাবে? সার্কের নামে ভারতের মানুষ বাংলাদেশে ঢুকে আবার অন্য সীমান্ত দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেনা। সার্কের নামে বাংলাদেশের মানুষকে ভারতে গিয়ে থানায় নাম লেখাতে হয়। কয়েক দেশের মাঝে সীমিত পর্যায়ে বাস বা ট্রেন চলাচল করলেও কোথাও কোন ধরনের সন্দেহ থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই। সার্ক গঠনের পর এতোগুলো দিন চলে যাবার পরেও সেই অবস্থার কি কোন উন্নতি হয়েছে? সার্ক গঠনের আগে এই

অঞ্চলের মানুষের মাঝে যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি ছিলো বরং সেগুলি এখন আরো নষ্ট হয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক ভালোতো হয়ইনি বরং আরো খারাপ হয়েছে। ফলে যে কথিত ও ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে সার্ক গঠিত হয়েছিলো তার কোনটিই কি বাস্তবায়িত হয়েছে? এমনকি আমি যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নের কথা ভুলেও যাই তবে আসিয়ান দেশগুলোর মাঝে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার ধারে কাছেও কি সার্ক যেতে পেরেছে? যারা সার্কের নামে পদক নেবেন বাংলাদেশের সেই শাসক গোষ্ঠী স্বদেশের শাসনব্যবস্থায় চরমভাবে বিপর্যস্ত হবার পর যদি এটি ভেবে থাকেন যে, সার্কের জৌলুষ দিয়ে সরকারের দেশ পরিচালনার ব্যর্থতাকে ঢেকে দেয়া যাবে, তবে আমার মতে, একটি আহম্মকির চিন্তা করা হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই অঞ্চলের দেশগুলো সার্কের মাঝে থাকলেও পুরো ব্যাপারটা যেন একটা লোকদেখানো ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এই সংগঠনটিতে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক কোন বিষয় কোনভাবেই গুরুত্ব পায়না। এ পর্যন্ত সার্ক দেশগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টি করতে পারেনি। কোন রাজনৈতিক ঐক্য কূটনৈতিক সমঝোতাও সার্কের মাঝে বিরাজ করেনা।

পাচতারা হোটেলে বা বিলাসবহুল সম্মেলন কেন্দ্রে এক দুই বছরে একবার শীর্ষ সম্মেলন করেই কি সার্ককে বাচানো যাবে? যে সংগঠন কোন কার্যকর ভূমিকা সৃষ্টি করতে পারেনা, সেই সংগঠন যে বেচে থাকতে পারেনা তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন নিয়ে সরকারের যে মনোভাব ছিলো, সেটি আগে সার্ক নিয়ে উপলব্ধি করা প্রয়োজন ছিলো। যদি তারা এখনো এটি উপলব্ধি করেন যে, আঞ্চলিক সহযোগিতার মানে হলো একুশ শতকের মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া তবে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় দেড়শো কোটি মানুষের মাঝে ধর্মের নামে, বর্ণের নামে, সংস্কৃতির নামে, শিক্ষার নামে বিরাজমান বৈষম্য, বিভ্রান্তি ভুল বোঝাবুঝি ইত্যাদির অবসান ঘটিয়ে এমন একটি নজির স্থাপন করতে হবে যা কেবল ইউরোপীয় ইউনিয়নে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে ইউরোপের মতোই যদি একটি হিমালয়ী মুদ্রা (এর নাম এশিয়, ব্রহ্মপুত্র বা আমাদের সকলের সংস্কৃতিকে ধারণ এমন কিছু একটা হতে পারে) চালু করা যায়, যদি এই অঞ্চলে চলাফেরার জন্য একটি অনন্য ভিসাব্যবস্থা চালু করা যায়, যদি একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় বা যদি একটি কনফেডারেশন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, তবেই এই অঞ্চলের দেড়শো কোটি মানুষ একুশ শতকের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সুবিধা পাবে। কিন্তু এখানে ধর্মের নামে মৌলবাদ চর্চা, সন্ত্রাস, দুণীতি, বোমাবাজি ও লুটেরা ধারার যে

সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির চর্চা করা হচ্ছে এবং যাতে বাংলাদেশের বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর অবস্থান শীর্ষে, তাতে সার্ককে একটি মৃত নদীর সাথে তুলনা করলে কোন ভুল করা হবেনা।

৩১ অক্টোবর ২০০5॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ০৬ সম্পাদিত